যুগান্তর

তারিখ 16 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ধানমণ্ডিতে নিজ ফ্ল্যাট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সাবিদ হাসানের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে তার পরিবার। সাবিত আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের দাবি। কিন্তু আত্মহত্যাকারী এ শিক্ষার্থীর মুখে স্কচটেপ থাকায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরিবার বলছে সাবিদের সঙ্গে কেউ থাকত না, এমনকি বাসায় চুরি বা ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটেনি। এটি স্রেফ আত্মহত্যা। ধানমণ্ডি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সঙ্গে সাবিত ধানমণ্ডির ৭/এ সড়কের ৫৪ নম্বর বাড়ির ৬ তলায় থাকতেন। এটি তাদের নিজের ফ্ল্যাট। নিহতের বাবা বদরুল হাসান জানান, রোববার তিনি মর্নিংওয়ার্ক করতে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে বারান্দায় যান। তখন দেখতে পান ছেলে সাবিদ হাসানের গলায় রশি প্যাঁচানো ও মুখে স্কচটেপ লাগানো। তিনি বলেন, এ অবস্থা দেখে আমি চিৎকার করি। পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে আসে।

বদরুল হাসান বলেন, সেখান থেকে উদ্ধার করে তিনি ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। পরিবার জানায়, সাবিতের মৃত্যুর কোনো কারণ তারা জানে না। মানসিক কোনো কষ্টে ভুগছিল কিনা তাও তাদের জানা ছিল না। কিন্তু তার লেখা 'সুইসাইড নোটে' তিনি মানসিক কষ্টে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ স্বাভাবিক চলাফেরায় তার এ ধরনের কোনো কষ্টের ছাপ দেখা যায়নি বলে জানান পরিবারের একাধিক সদস্য। নিহত সাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার বাবা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাদের গ্রামের বাড়ি সিরাগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার চর দমদমা এলাকায়। ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে সাবিদের বাবা, মা ও ছোট বোন থাকেন। বড় ভাই মার্কিন প্রবাসী। তার আত্মহত্যার ঘটনায় পরিবারে মাতম শুরু হয়েছে। তার আত্মহত্যার ঘটনায় বিস্মিত হয়েছে পরিবার। তারা বলছে, এটি তাদের ধারণার বাইরে ছিল।